সপ্তম অধ্যায়
কৃষি

সবার জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে কৃষিখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বস্তুত, কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২০.৮৩ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ২০.৬০ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে কৃষি খাতের সরাসরি অবদান সামান্য হ্রাস পেলেও সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদান অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারী ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে। এছাড়া, দেশের মোট শ্রমশক্তির মোট ৪৮.১ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (শ্রমশক্তি জরিপ, ২০০৫-০৬, বিবিএস)। গত অর্থবছরে (২০০৭-০৮) বিস্তৃত কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি আয় ছিল মোট রপ্তানি আয়ের ৬.৯৯ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ৫.৫৯ শতাংশ। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন, হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

চলতি অর্থবছরের জিডিপি'তে সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৬.০৩ শতাংশ এবং মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৪.৫৭ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতদ্বয়ের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.১৮ শতাংশ এবং ৪.৬৫ শতাংশ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের তিনটি উপখাত শস্য ও শাকসব্জি, পশু সম্পদ এবং বনজ সম্পদের অবদান হচ্ছে যথাক্রমে ১১.৫৫ শতাংশ, ২.৭৩ শতাংশ ও ১.৭৫ শতাংশ।

কৃষি ব্যবহাপনা

কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে কৃষিখাতে উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিধায় কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, জাতীয় বীজ নীতি এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি কার্যকর রয়েছে। এছাড়া জাতীয় কৃষি নীতি' ৯৯ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কৃষি ডুৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ণ, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপরন্তু, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরনে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া, ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্তি সহজীকরণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কৃষি ঋণ খাতে পুনঃ অর্থায়নের জন্য সর্বমোট ১১৮৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ৫০০ কোটি টাকা, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ৩০০ কোটি টাকা এবং সোনালী ব্যাংক ৩৮৩ কোটি টাকা)। তাছাড়া কৃষি ঋণ প্রবাহ সচল ও শক্তিশালী করার জন্য কৃষি ব্যাংক, রাকাব, কর্মসংহান ব্যাংক প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো শক্তিশালী করার জন্য ১৫০০ কোটি টাকা পুনঃ মূলধনীকরণ (Re-capitalization) এর জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। বিশ্ব ব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য ঘাটতির কারণে আমাদের ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পুরনের জন্য দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, হাওর এলাকায় পানি অপসারণ, উন্নতমানের ও উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ ইত্যাদি খাতে বিনিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে দক্ষিণ অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে ৫৩,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ১৬,০০০ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা

দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বিশ্ব মন্দার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ঘোষিত রাজস্ব প্রনোদনা প্যাকেজের (Fiscal Package) আওতায় পাটজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তা হার বর্তমানের ৭.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধিপূর্বক ১০ শতাংশ এবং চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি সহায়তার হার বর্তমানের ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭.৫ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এছাড়া আলু, পোল্ট্রি শিল্পে হ্যাচিং ডিম এবং একদিনের মুরগীর বাচ্চা, ১০০ শতাংশ হালাল মাংস, কৃষি পণ্য (শাক সব্জি, ফলমূল) ও প্রক্রিয়াজাত (Agro-processing) কৃষি পণ্যের জন্যও রপ্তানি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত রয়েছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হয়েছিল ৩১১.২১ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ১৫.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ৯৬.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৭৭.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৮.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক খাদ্য শস্যের মোট উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৩৮.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আউশ উৎপাদন হয়েছে ১৮.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী আশা করা হচ্ছে যে, আমন ফসলের উৎপাদন ১১৬.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন ও বোরোর উৎপাদন ১৮০.০০ লক্ষ মেট্রিক টনে উপনীত হবে। এ বছর গমের ফলন ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে ধারণা করা হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাটের উৎপাদন হয়েছে ৬৮.০০ লক্ষ বেল, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ৬৮.৭১ লক্ষ বেল। সারণি ৭.১ -এ ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (প্রাক্কলিত)
আউশ	১৮.৫১	১৮.৩২	১৫.০০	১৭.৪৫	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫
আমন	১১১.১৫	১১৫.২১	৯৮.২০	১০৮.১০	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩
বোরো	১২২.২২	১২৮.৩৭	১৩৮.৩৭	১৩৯.৭৫	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৮০.০০
মোট চাল	২৫১.৮৮	২৬১.৯০	২৫১.৫৭	২৬৫.৫৩	২৭৩.১৮	২৮৯.৩১	৩১৫.০৮
গম	১৫.০৭	১২.৫৩	৯.৭৬	৭.৩৫	৭.২৫	৮.৪৪	৯.০০
ভুট্টা	১.৭৫	২.৪১	৩.৫৬	৫.২২	৮.৯৯	১৩.৪৬	১৪.০০
মোট	২৬৮.৭০	২৭৬.৪৪	২৬৪.৮৯	২৭৭.৮৭	২৮৯.৪২	৩১১.২১	৩৩৮.০৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

খাদ্য বাজেট

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৩.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ০.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ২০ মে পর্যন্ত ৭.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ০.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন গম সংগৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে বোরো ৫.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং আমন ১.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন চালের আকারে সংগৃহীত হয়েছে। আমন সংগ্রহমূল্য নির্ধারণ করা হয় ধান ১৬ টাকা/কেজি এবং চাল ২৬ টাকা/কেজি। বোরো সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয় ধান ১৪ টাকা/কেজি এবং চাল ২২ টাকা/ কেজি।

সরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি অর্থায়নে খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি অর্থবছরের ২০ মে পর্যন্ত সরকারি অর্থায়নে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৩.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বৈদেশিক সাহায্যে আমদানী লক্ষ্যমাত্রা ১.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৪১ হাজার মেট্রিক টন ও গম ১.০১ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০ মে পর্যন্ত ৮৯.৯৬ হাজার মেট্রিক টন (চাল ২৬.৫১ হাজার মেট্রিক টন এবং গম ৬৩.৪৫ হাজার মেট্রিক টন) খাদ্য সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সরকারি অর্থায়নে মোট খাদশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৬.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৫.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ০.৯৭ লক্ষ মেট্রিক টন)।

বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে বেসরকারি খাতে মোট খাদশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২৫.৬৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১১.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ১৮ মে পর্যন্ত বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২১.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন গম ১৯.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সার্বিক খাদ্যশস্য আমদানি

২০০৭-০৮ অর্থবছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ৩৪.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২০.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১৩.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ২০ মে পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮.৮৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৫.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ২২.৮৭ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

গত ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ২১.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন) নির্ধারণ করা হয়। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সর্বমোট খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছিল ১৩.২৯ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১০.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ২.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে সরকারি খাদ্যসশ্য বিতরনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে মোট ২২.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৯.০৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ১৪ মে পর্যন্ত সরকার মোট ১৬.৭২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৩.৩৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য বিতরণ করেছে।

বীজ ও রোপন দ্রব্য

২০০৯-১০ অর্থ বছরে বীজ উৎপাদন, বিতরণ ও সংরক্ষণের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেটে ৭টি কর্মসূচিতে মোট ৮৫.০০ কোটি টাকা এবং ৭টি প্রকল্পে মোট ১৯৭.৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) ২৩টি বীজবর্ধন খামার ও ১৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বিভিন্ন ফসলের মানসম্মত শস্যবীজ উৎপাদন করছে। এ ছাড়া বিএডিসি ২টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে আলুবীজ, ২টি খামার ও ৬টি চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে পাটবীজ, ৩টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ডাল ও তৈলবীজ এবং ২টি খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে সব্জিবীজ উৎপাদন করছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে উৎপাদন ও বিতরণ এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি সারণি ৭.২ -এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.২: বীজবর্ধন খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষী জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০০৭-০৮ অর্থবছরের অর্জন		২০০৮-০৯ অর্থবছরের উৎপাদন		২০০৮-০৯ অর্থবছরের বিতরণ	
	উৎপাদন	বিতরণ	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি*
ধানবীজ	৪৮,১৭৯	৪৭,৩১৬	৫৪৩২৯	১৮,৫০১.১৭ (আমন ও আউশ)	৬১,০১৫	৫০২১৬
গমবীজ	১৯৮৭৪	১৮,২২৪	১৯৯৫২	**	২৪১০০	১৫৭১৯
আলুবীজ	১৫০৩২	১২,২১৮	১৮০০০	**	১৫২৮০	১০৮২০
পাটবীজ	৭৫০	৯৫০	১২৫০	৪৩৬.০০	১২১০	৫৮৭
তৈলবীজ	৯৫০	৫২৭	৮২০	**	৯৬৩	৬৮৬
ডালবীজ	৭৯৫	৫০৯	৮৭০	**	৭৫৯	৫৯
ভূট্রাবীজ	৮৭	১৫৪	২০০	**	৫৫	১৩
সব্জিবীজ	৭৬	৪০	৫৫	**	৮৬	৩৮
মোটঃ	৮৬,৭৪৩	৭৯,৯৩৮	৯৫,৪৭৬	১৮৯৩৭.১৭	১০৩,৪৬৮	৭৮১৩৮

*ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ পর্যন্ত অগ্রগতি। **ফসল মাঠ থেকে তোলা হয়নি।

সার

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহারের পরিমাণ ছিল ৩৫.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪০.৯০ লক্ষ মেট্রিক টনে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহারের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪৪.২০ লক্ষ মেট্রিক টন। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ইউরিয়া সারের ব্যবহার হয় ২৫.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছায়। সেচ এলাকা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ইউরিয়ার প্রয়োগ সম্প্রসারণের কারণে এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। গুটি ইউরিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে ইউরিয়া সারের অপচয় হ্রাস করা সম্ভব। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গুটি ইউরিয়া ব্যবহার সম্প্রসারণের জন্য ২টি প্রকল্পে মোট ৫.৯৯ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। এছাড়া ৫.৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজস্ব খাতে ১৫০টি উপজেলায় ২০০৭-০৮ হতে ২০০৯-১০ মেয়াদে 'গুটি ইউরিয়া কর্মসূচি' বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত কর্মসূচির আওতায় ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ২.৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬১টি গুটি ইউরিয়া মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৩.৯৯ কোটি টাকা ব্যয়ে 'লিফ কালার চার্ট' নামক কর্মসূচি শুরু করা হয়। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে উক্ত কর্মসূচির মেয়াদ আরো ৩ বছর বৃদ্ধি করা হয় এবং উক্ত ৩ বছরে কর্মসূচির জন্য আরও ৭.৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। উক্ত কর্মসূচির অধীনে ফিলিপাইন থেকে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এক লক্ষ তিরাশি হাজার লিফ কালার চার্ট আমদানি করে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এক লক্ষ লিফ কালার চার্ট আমদানি করা হয়েছে এবং শীঘ্রই এগুলো কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হবে। বর্তমানে ধান ছাড়া অন্যান্য রবি শস্যেও গুটি ইউরিয়া ব্যবহার শুরু হয়েছে। এছাড়া সার ব্যবহার সুষম করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মিশ্র সারের ব্যবহার উৎসাহিত করা হচেছ। স্থানীয়ভাবে বেসরকারি খাতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান মিশ্র এনপিকেএস উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন ডিএপি, টিএসপি, এনপিকেএস ও পটাশ সারের আমদানি বৃদ্ধি ও এ সকল সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের প্রচেষ্টা চলছে। ভেজাল/নকল/নিম্নমানের সার উৎপাদন, আমদানি ও বাজারজাতকরণ নিয়ন্ত্রণ করাসহ সারের গুণগতমান অক্ষুন্ন রাখার জন্য সার (ব্যবস্থাপনা) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। বছরভিত্তিক সারের ব্যবহার সারণি ৭.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৩: কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

সারের নাম	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (লক্ষ্যমাত্রা)
ইউরিয়া	২২৩৯.০০	২৩২৪.০৮	২৫২৩.৩৯	২৪৫১.৩৭	২৫১৫.০০	২৬৮৫.০০	২৮৫০.০০
টিএসপি	৪০৫.০০	৩৬১.০	৪২০.০২	৪৩৬.৪৭	৩৪০.০০	৩৮০.০০	৫০০.০০
ডিএপি	১১২.০০	৯০.০	১৪০.৭২	১৪৫.০০	১১৫.০০	২৪০.০০	২০০.০০
এমওপি	২৫০.০০	২৪০.০	২৬০.৩৮	২৯০.৬৭	২৩০.০০	৩৮০.০০	৪০০.০০
এসএসপি	১৩০.০০	১৪৮.০	১৭০.৯৩	১৩০.৩৯	১২২.০০	১০০.০০	১০০.০০
এনপিকেএস	৩০.০০	৪৫.০	৯০.০	১১০.০০	১২৫.০০	১০০.০০	১৫০.০০
এএস	১০.০০	৯.০	৫.৫৯	৬.৩২	৬.০০	০	২০.০০
জিংক	২.০০	৭.০০	৮.০০	৭.৫০	২৬.০০	৪৫.০০	৫০.০০
জিপসাম	১২০.০০	১৪০.০	১৩৫.৭০	১০৪.৯৫	৭২.০০	১৬০.০০	১৫০.০০
মোট	৩২৯৮.০০	৩৩৬৪.০৮	৩৭৫৪.৭৩	৩৬৮২.৬৭	৩৫৫১.০০	৪০৯০.০০	৪৪২০.০০

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর ।

সেচ

কৃষি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সেচ ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর পর দ্রুত সেচের অধীন জমির পরিমাণ অর্থাৎ সেচকৃত এলাকা বাড়তে থাকে। সেচের আওতাধীন এলাকার সম্প্রসারণ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সেচভুক্ত এলাকা ছিল ৪৮.২৩ লক্ষ হেক্টর, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৮.০৭ লক্ষ হেক্টর । ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬০.৫২ লক্ষ হেক্টর । বিএডিসি সংশ্লিষ্ট সেচ প্রকল্প ও এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প এবং শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার এবং খাল-নালা সংস্কার, স্লুইস গেট/ সাইফুন/ ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৪.৯৫ লক্ষ হেক্টর জমি সেচ সুবিধা প্রস্তাব করেছে এবং ২০০৮-০৯ সালে ৫.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রস্তাব কার্যক্রম চলছে। বর্তমান সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫.১০ লক্ষ হেক্টর, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫.৩৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৫.৫৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ক্ষুদ্র সেচ কার্যক্রমের আওতায় ২০২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৫টি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বছরভিত্তিক সেচকৃত জমির পরিমাণ সারণি ৭.৪-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৪: সেচকৃত জমির পরিমাণ

(হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
ক) ভূ-উপরিস্থ							
মেজর ইরিগেশন	৪৮৫০০০	৪৮৭০০	৬০৫৫৭০	৭৮৫২২০	৬১৮৫৪৯	৬৩৭১৮০	৫৭৭১৫০
এলএল পি	৭৬৪৩০০	৭৬৬১৫৩	৮৩৮৩৭৭	৮০৩১৭০	৮১০০২৭	১০৪৫১১৫	১২৫৫২১০
দেশীয় পদ্ধতি	১৭৬২৮০	১৭৫২০০	১০৭০০০	০	১৩৭০৬৪	০	০
(ক) উপ মোট ঃ	১৪২৫৫৮০	১৪২৮৩৫৩	১৫৫০৯৪৭	১৫৮৮৩৯০	১৫৬৫৬৪০	১৬৮২২৯৫	১৮৩২৩৬০
খ) ভূ-গর্ভস্থ							
গভীর নলকুপ	৫৮৩৬৯২	৫৮৩৬৯২	৬৫৪১৮৯	৭০০৬৬২	৭২৫২৫৮	৭৫৫২১০	৬৭০৫০০
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	২৭৫৬৫৫৮	২৭৭৬৫৫৭	৩১৫৯৮৯৯	৩১২০৬০৭	৩১৯৬১২৭	৩৩৬৯৮৯৭	৩৫৫০০০০
অন্যান্য	৫৮১২২	৪৪৩৯৭	০	০	১৪৪০৩	০	০
(খ) উপ মোট ঃ	৩৩৯৮৩৭২	৩৪০৪৬৪৬	৩৮১৪০৮৮	৩৮২১২৬৯	৩৯৩৫৭৮৮	৪১২৫১০৭	৪২২০৫০০
মোট সেচ (ক+খ)	৪৮২৩৯৫২	৪৮৩২৯৯৯	৫৩৬৫০৩৫	৫৪০৯৬৫৯	৫৫০১৪২৮	৫৮০৭৪০৩	৬০৫২৮৬০

উৎস ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষি ঋণ

দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারী ও বিদেশী ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংকসমূহ কৃষি খাতে অর্থায়নের পাশাপাশি দারিদ্র বিমোচনেও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৮৩০৮.৫৫ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮৫৮০.৬৬ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছিল। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, চারটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক, বিআরডিবি, বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক এবং বেসরকারি ও বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ৯৩৭৯.২৩ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। তন্মধ্যে চলতি অর্থ বছরের মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ৬৯০৭.০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭৩.৬৪ শতাংশ। ২০০২-০৩ অর্থ বছর থেকে ২০০৮-০৯ অর্থ বছর পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি- ৭.৫ এ দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৫: বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিহিতি

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	আদায়	বকেয়া
২০০২-০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-০৯	৯৩৭৯.২৩	৬৯০৭.০০*	৬০৫০.৯২*	১৮৭৩৩.৯৭*

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত।

কৃষি খাতে বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে সংশোধিত বাজেটে মোট ৭৬৪৯.০০ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ৬৮৭৫ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৭৭৪ কোটি টাকা) বরাদ্দ রাখা হয়। রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৯টি উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য ১১৯.০০ কোটি টাকা এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন ১৫টি দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব ব্যয়ের জন্য ৬৭৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে সার, ডিজেল ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ৪২৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল । ঘোষিত প্রণোদনা কর্মসূচিতে এ বরাদ্দ ১৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৫৭৮৫ কোটি টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া সারের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চমূল্যে আমদানিকৃত ইউরিয়া এবং নন-ইউরিয়া সার যাতে কৃষক পর্যায়ে সহনীয় মূল্যে (সরকার নির্ধারিত মূল্যে) বিক্রয় করা যায় সে জন্য ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে এ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে নন-ইউরিয়া সারের বিক্রয়মূল্য পূর্ববর্তী বছরের অনুরূপ রাখার জন্য টিএসপি, ডিএপি এবং এমওপি সারের বিক্রয়মূল্য কেজি প্রতি কৃষক পর্যায়ে যথাক্রমে ৪০, ৩৫ এবং ৪৫ টাকা নির্ধারণের

প্রেক্ষিতে এ সকল সারের জন্য আমদানি ও স্থানীয় খরচসহ মোট মূল্যের উপর পূর্ববর্তী বছরের নির্ধারিত ভর্তুকি ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৪৪.৩৯ কোটি টাকা।

কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ নগদ প্রণাদনা (Cash Incentive) এবং সেচ ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের ক্ষেত্রে ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ বিল মওকুফের সুবিধা দিচ্ছে। ডাল, তৈলবীজ এবং মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২ শতাংশ করা হয়েছে।

কৃষিখাতে উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপ-খাতে সর্বমোট ৬১টি উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। তন্মধ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প ৫৬টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৫টি। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ৭৭৪.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। তন্মধ্যে হানীয় সম্পদের পরিমাণ ৫৭৮.০৭ কোটি টাকা (মোটের ৭৪.৬৩ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ১৯৬.৪৫ কোটি টাকা (মোটের ২৫.৩৭ শতাংশ)। বর্তমান অর্থবছরের এপ্রিল, ২০০৯ পর্যন্ত এসব প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে মোট ৪২৬.৯৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫৫ শতাংশ । উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত মোট ৮১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৭৪৯.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ২৯টি কর্মসূচির জন্য মোট ১১৯.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ২৯টি কর্মসূচির অনুকূলে মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৭০.৯৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫৯.৬০ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট ৩০টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। উক্ত ৩০টি কর্মসূচির জন্য ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে সংশোধিত রাজস্ব বাজেটে মোট ২০৫.৪৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল এবং এর বিপরীতে ব্যয় হয় মোট ১৯৬.৪৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৬ শতাংশ।

মৎস্য ও পশুসম্পদ খাতে বাজেট

২০০৮-০৯ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ৬০৪.১৯ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ৪০৮.৩০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১৯৫.৮৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ৯টি কর্মসূচির জন্য ৩০.৭৩ কোটি টাকা এবং মন্ত্রণালয়ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব ব্যয়ের জন্য ৩৭৭.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

মৎস্য উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মৎস্য উপখাতে ২২ টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ১৭টি এবং কারিগরি ৫টি) অনুকূলে মোট ৯৩.৯৯ কোটি টাকা (হানীয় সম্পদে ৪৮.৫৪ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৫.৪৫ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, মার্চ'০৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৪.৯২ কোটি টাকা (হানীয় সম্পদে ২০.৭৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৪.১৭ কোটি টাকা), যা বরাদ্দের ৩৭.১৫ শতাংশ।

মৎস্য উৎপাদন

মৎস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারী কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ, ঘের, পেন ও খাঁচায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃ খনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। উল্লেখ্য ২০০৭-০৮ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৫.৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন ধরা হয়েছে ২৭.০১ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬- এ ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (প্রাক্কলিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	১০.৩২	১.৩৮	১.৩৭	১.৪০	১.৩৮	১.৩৭	১.৩৭	১.৬৯
সুন্দরবন	-	০.১৪	০.১৫	০.১৬	০.১৬	০.১৮	০.১৮	০.২০
বিল	১.১৪	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৫	০.৭৮	০.৭৫	০.৭৮	০.৯৩
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.৩৩	৪.৭৫	৪.৯৮	৬.২১	৭.১৮	৭.৬৮	৮.১৯	৬.১৭
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪০.৪৭	৭.০৯	৭.৩২	৮.৫৯	৯.৫৭	১০.০৬	১০.৬০	৯.০৮
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	২.৪২	৭.৫২	৭.৯৬	৭.৫৭	৭.৬০	৮.১২	৮.৬৬	১০.২৭
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৪	০.০৫	০.০৬
চিংড়ি খামার	১.৪১	১.০১	১.১৫	১.২১	১.২৮	১.২৯	১.৩৫	১.৪৯
উপ-মোট (চাষকৃত)	৩.৮৮	৮.৫৭	৯.১৫	৮.৮২	৮.৯২	৯.৪৬	১০.০৬	১১.৮২
মোট (অভ্যন্তরীণ)	৪৪.৩৬	১৫.৬৬	১৬.৪৭	১৭.৪১	১৮.৪৯	১৯.৫২	২০.৬৬	২০.৯০
২. সামুদ্রিকঃ	০.৪৮ বর্গ							
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল	নটিক্যাল	০.২৮	০.৩২	০.৩৪	০.৩৪	০.৩৫	০.৩৪	০.৪৮
(খ) আর্টিসেন্যাল	মাইল	৪.০৪	৪.২৩	৪.৪১	৪.৪৬	৪.৫২	৪.৬৩	৫.৬৩
মোট (সামুদ্রিক)	-	৪.৩২	৪.৫৫	৪.৭৫	৪.৮০	৪.৮৭	৪.৯৭	৬.১১
সর্বমোট	-	১৯.৯৮	২১.০২	২২.১৬	২৩.২৯	২৪.৪০	২৫.৬৩	২৭.০১

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগতমানসম্পন্ন পোনার সহজপ্রাপ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক উৎস হতে রুই জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন এবং আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচেছ। অপরিকল্পিতভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে

প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃ খননের মাধ্যমে প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্র পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনের প্রধান সমস্যা হচ্ছে অন্তঃপ্রজনন। এই সমস্যা দূর করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ৩৩টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুনগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত করেছে। এই মান সম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১১৫ টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৭৬৪ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৭: মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৩	১১২	৬৯৬	৩.৯০	২৯৭.৭৮	৩০১.৬৮	৩.৫০	৫১৭.০০	৫২০.৫০
২০০৪	১১২	৭৫৬	৪.৮০	৩৪৫.২৩	৩৫০.০৩	১.৮৪	৫২০.০০	৫২১.৮৪
২০০৫	১১২	৭৩১	৫.১৩	৩১৫.৮৯	৩২১.০২	২.০৮	৪৬১.০৬	৪৬৩.১১
২০০৬	১১২	৭৬৪	৪.৮২	৪০৭.৮৩	৪১২.৬৫	১.২৪	৪২৮.২৮	৪২৯.৫২
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.০৩	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাতীয় অর্থনীতিতে ইলিশের অবদান বিবেচনা করে জাটকা সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের জন্য ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় বিশেষ অপারেশন খাতে ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। জাটকা আহরণকারী দরিদ্র মৎস্যজীবীদের পুনর্বাসন/বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচিতেও ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান এবং গবেষণার জন্য ২২.৮৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে যার মেয়াদ ২০১৩ সাল পর্যন্ত। এছাড়া মৎস্য চাষীদের জন্য ২০০৭-০৮ ও ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যথাক্রমে ৪৩৬০ মেঃ টন ও ৫৭৩০ মেঃ টন খাদ্যশস্য বরাদ্দ করা হয়েছে। ফলে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ২.৯০ লক্ষ মেঃ টন এ পৌঁছেছে, যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ছিল মাত্র ১.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৭৩৭০৪ মেট্রিক টন এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ৭৫২৯৯ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে যথাক্রমে ৩৩৫৩.০০ কোটি টাকা এবং ৩৩৯৬.০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। সম্প্রতি ঘোষিত রাজস্ব প্রনোদনা প্যাকেজের আওতায় সরকার হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ রপ্তানি খাতে নগদ সহায়তার হার বর্তমানের ১০ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১২.৫ শতাংশ করেছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারী কার্যক্রম গ্রহণ করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম, উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য HACCP এবং Traceability ব্যবস্থাপনা জোরদার করা এবং ভাইরাস মুক্ত চিংড়ি রপ্তানি নিশ্চিত করার জন্য ৩টি PCR Lab স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।

মৎস্য আইন সংশোধন ও নতুন আইন প্রণয়ন

মৎস্য সেক্টরের উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানসম্মত মৎস্য ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধি ইত্যাদি উদ্যোগ সামনে নিয়ে 'মৎস্য খাদ্য আইন', 'মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি আইন', 'ফিশ কোয়ারেন্টাইন আইন' প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। জাটকার আকার পুনঃ নির্ধারণ করে 'মৎস্য সংরক্ষণ আইন' সংশোধন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ১৯৯৭ সংশোধন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় চিংড়ি নীতিমালা প্রণয়নের কাজও চলছে।

পশু সম্পদ

দেশজ প্রোটিনের চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে মাছ, দুধ, মুরগী, গবাদিপশু উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে বর্তমান সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। ২০০৮-০৯ অর্থবছরের স্থির মূল্যের জিডিপিতে পশু সম্পদ উপখাতের অবদান ২.৭৩ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে এ খাতে প্রাক্কলিত প্রবৃদ্ধির হার ৩.৪৬ শতাংশ, যা ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ছিল ২.৪৪ শতাংশ । পশুসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হচ্ছে- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগীর বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য তরল ও হিমায়িত সিমেন উৎপাদন এবং উৎপাদিত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এবং এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। পশুসম্পদ খাতে সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মাংস ও দুধের উৎপাদশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১২,০০০ খামারীকে প্রণোদনা প্রদান, ভেড়ার খামার ও মহিষের খামার স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী ২০০৮-০৯ অর্থবছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ও ২৬ কোটি ২৬ লক্ষ ২৮ হাজার। সারণি ৭.৮-এ দেশে পশুপাখির পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৮: পশুপাখির সংখ্যা

পশু/পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯ (প্রাক্কলিত)
গরু	২২৫.৩	২২৬.০	২২৬.৭	২২৮.০	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬
মহিষ	১০.১	১০.৬	১১.১	১১.৬	১২.১	১২.৬	১৩.০৪
ছাগল	১৭৬.৯	১৮৪.১	১৯১.৬	১৯৯.৪	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১
ভেড়া	২২.৯	২৩.৮	২৪.৭	২৫.৭	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭
মোট গবাদি পশু	**৪২৫.২**	**৪৩৪.৫**	**৪৪৪.১**	**৪৬৪.৭**	**৪৭৫.১**	**৪৮৫.০**	**৪৯৫.৫৮**
মোরগমুরগী	**১৬২৪.৪**	**১৭২৬.৩**	**১৮৩৪.৫**	**১৯৪৮.২**	**২০৬৮.৯**	**২১২৪.৭**	**২২১৩.৯৪**
হাঁস	৩৫৫.৪	৩৬৪.০	৩৭২.৮	৩৮১.৭	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪
মোট হাঁস -মুরগী	**১৯৭৯.৮**	**২০৯০.৩**	**২২০৭.৩**	**২৩২৯.৯**	**২৪৫৯.৭**	**২৫২৩.১**	**২৬২৬.২৮**

উৎসঃ পশুসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়।

দেশে প্রাণীজ খাদ্য যথা দুধ, মাংস (গরু, ছাগল এবং মুরগী) এবং ডিম উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০০২-০৩ অর্থবছর থেকে পশুজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৯: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন						
		২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯*
দুধ	লক্ষ টন	১৮.২	১৯.৯	২১.৪	২২.৭	২২.৮	২৬.৫০	১৪.৭৪
মাংস	লক্ষ টন	৮.৩	৯.১	১০.৬	১১.৩	১০.৪	১০.৪০	৭.৯৮
ডিম	লক্ষ	৪৭৭৭০	৪৭৮০০	৫৬২৩০	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	২৯২৫৮

উৎসঃ পশুসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি'০৯ পর্যন্ত।

পশুসম্পদ উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

২০০৮-০৯ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পশুসম্পদ উপ-খাতে ১৯টি প্রকল্প (বিনিয়োগ ১৬টি এবং কারিগরি ৩টি) বাস্তবায়নের জন্য ৮৪.৯৬ কোটি টাকা (হানীয় সম্পদে ৪৫.৯৯ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৮.৯৭ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৪২.৪৫ কোটি টাকা (হানীয় সম্পদে ২৬.৬৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৫.৮২ কোটি টাকা), যা বরাদ্দের ৪৯.৯৬ শতাংশ।

গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সফল কর্মসূচি। বর্তমানে সাভারস্থ কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও ২২টি জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ২০৬৯টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০০৮-০৯ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১১.৯৩ লক্ষ।

পশু পাখীর রোগ প্রতিরোধক টিকা প্রদান

বর্তমানে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য ১৯ প্রকারের টিকা উৎপাদিত হচ্ছে। ২০০১-০২ অর্থ বছর হতে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ পর্যন্ত ১২.৬৩ কোটি ডোজ টিকাবীজ উৎপাদিত হয়েছে। ২০০৮-০৯ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ২০.২৭ লক্ষ গবাদি পশু এবং ৬৫.৩৭ লক্ষ হাঁস-মুরগীর চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

পশুসম্পদ আইন প্রণয়ন

দেশে পশুসম্পদের রোগ ব্যাধি দমন, বিদেশ থেকে রোগ ব্যাধির আগমন, রোগ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য 'পশুরোগ আইন-২০০৫' এর প্রয়োজনীয় বিধিমালা এবং 'মৎস্য ও পশুখাদ্য অধ্যাদেশ ২০০৮' অনুমোদিত হয়েছে। 'বাংলাদেশ পশু ও পশুজাত সঙ্গ নিরোধ আইন-২০০৫' কার্যকর করা হয়েছে। ইতোপূর্বে 'জাতীয় পশু সম্পদ উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৭' অনুমোদিত হয়েছে।

পশুসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

দেশে আধুনিক পশু চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে একটি করে জেলা পশু হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত হাসপাতালগুলিতে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি খামারীদের পোল্ট্রি ও গবাদি খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচেছ। এছাড়াও দেশের ৪৬৪টি উপজেলায় অবস্থিত থানা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারীকে উপজেলা পশুসম্পদ কেন্দ্র হিসাবে উন্নয়ন করা হচেছ। তন্মধ্যে ৩৮৬টি উপজেলা পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র চালু হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৭৮টির নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ সমস্ত পশুসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র হতে ক্ষুদ্র খামারী ও কৃষকগণকে গবাদি পশু, হাস-মুরগী লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচেছ।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

গত ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ তারিখে বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকায় প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত করা হয়। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু এর কারনে এ পর্যন্ত ১৬,৫২,৯৬৩ টি হাঁস-মুরগী এবং ২২,২,৩৬৬ টি ডিম ধ্বংস করা হয়েছে। খামারীদের ভিতর ১২,৭২ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া World Bank সাহায্যপুষ্ট 'Avian Iinfluenza Preparendness and Response Project' এবং USAID সাহায্যপুষ্ট 'Strengthening of Support Services For Combaying Avian Influenza in Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।